নুরের ওপর হামলার বিচার নিশ্চিত হবে, ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় নির্বাচন: অন্তর্বর্তী সরকারের ঘোষণা

সংগৃহীত ছবি

অন্তর্বর্তী সরকার গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছে, ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দ্রুত বিচার সম্পন্ন করা হবে। আহতদের উন্নত চিকিৎসার নিশ্চয়তা দেওয়ার পাশাপাশি সরকার ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা নুরুল হক নুরের ওপর নৃশংস হামলার নিন্দা জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে দেওয়া এক সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়, নুর শুধু একজন রাজনৈতিক নেতা নন, বরং গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও জনগণের অধিকারের সংগ্রামে সাহসী কণ্ঠস্বর। তার ওপর হামলা মূলত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেতনার ওপর আঘাত।

বিবৃতিতে জানানো হয়, এ ঘটনার একটি পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে সম্পন্ন করা হবে। অপরাধী যেই হোক না কেন, প্রভাব বা পদমর্যাদার কারণে কেউ দায়মুক্তি পাবে না। দ্রুত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বিচার সম্পন্ন করা হবে।

LENS ASIA

নুরুল হক নুর ও তার দলের অন্যান্য আহত সদস্যদের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যেই একটি বিশেষ মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় খরচে তাদের বিদেশে পাঠানো হবে। সরকার আশ্বাস দিয়েছে, এই কঠিন সময়ে আহতদের পাশে পুরো জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে রয়েছে।

বিবৃতিতে নুরের রাজনৈতিক অবদানের কথাও তুলে ধরা হয়। ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং জুলাইয়ের অভ্যুত্থানে তার ভূমিকা তরুণ সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তার সাহস ও আত্মত্যাগকে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

অন্তর্বর্তী সরকার আরও জানায়, জাতীয় নির্বাচন ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে। কোনো ষড়যন্ত্র বা বাধা দিয়ে নির্বাচন বিলম্বিত বা বানচাল করা যাবে না। জনগণের ইচ্ছাই জয়ী হবে, এবং গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় কোনো অশুভ শক্তিকে বাধা দিতে দেওয়া হবে না।